Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 270–278
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের 'ডুবে ডুবে জল' : এক নগরমুখী প্রেমভাবনার চালচিত্র

স্বপ্ননীল সরকার
ইমেল : sarkarswapnanil99@gmail.com

Keyword
নগরমুখী প্রেমভাবনা, যৌনতা, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব, রবীন্দ্র-প্রভাব, বিভিন্ন তুলনামূলক অবলোকন, ছন্দ-বৈচিত্র্য।

Abstract
নয়ের দশকের কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের চল্লিশটি প্রেমের কবিতা সমন্বিত একটি কব্যগ্রন্থ 'ডুবে ডুবে জল'। ধ্বংসের পৃথিবীতে প্রেমের গান শোনায় এই কাব্য। এই ধ্বংস কেবল মহামারীর দাপটের নয়, অর্থহীন যাপনে দ্রুত খরচ হতে থাকা আবেগের ধ্বংস, বিয়োগ ব্যথা বা বঞ্চনায় ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়া বিশ্বাসী সরল মনের অপমৃত্যু। ঐ রক্তাক্ত আত্মার নিভৃত ক্রন্দন থেকে উৎসারিত সৃজনের আলোয় কবির কলমে কান্নার নদীর অক্ষরে অক্ষরে প্রতিষ্ঠা এই কবিতাগুলির। ধ্বংসের পৃথিবীতে সাময়িক তোলপাড়কে দূরে রেখে প্রেমের গানে শাশ্বত ইশারা। প্রেম বিরহ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো এক ও অভিন্ন সত্তা নিয়ে কবিতাগুলিতে প্রতিফলিত। প্রেমের এই কবিতাগুলি বস্তুত নগরমুখী। ট্যাক্সিতে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত, কফি শপে একসঙ্গে কফির কাপে চুমুক, নাটকের গ্রিনরুমে নিভৃত আলাপ-সংলাপ ইত্যাদি শহুরে ছাঁচে প্রেমভাবনা ব্যক্ত হয়েছে কবিতাগুলিতে। কবিতার ভেলায় চড়ে কবি অনায়াসে চলে যান আরব্যরজনীর দেশে বা গীতবিতানের পাতায়; কখনও বা কবিতায় উঠে আসে জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রসঙ্গ। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি থেকে রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী কবিদের প্রেমকাব্যে যেভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে যৌনতার প্রসঙ্গ এসেছে, সেই যৌন-অনুষঙ্গকে ঐতিহ্যের সোপানে হেঁটে শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ও স্পষ্টভাবে কবিতায় তুলে ধরেছেন। তবে তা শৈল্পিক আড়ালে পরিব্যক্ত। এই সন্দর্ভপত্রে দেখানো হয়েছে অন্যান্য কবির প্রেমের কবিতার সঙ্গে এই কাব্যের তুলনা, কবির পূর্বের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির থেকে এই কাব্যের অভিনবত্ব, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, পাশাপাশি স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্তের মহাপয়ার, মাত্রাবৃত্তের অসাধারণ ছন্দের হাত আবার শব্দের চাকচিক্যে থাকলেও ব্যঞ্জনার অভাব। নয়ের দশকের জনপ্রিয় অনুজ কবি শ্রীজাতর নগরমুখী প্রেমের কবিতার সঙ্গে এই গ্রন্থের কবিতাগুলির তুলনামূলক আলোচনাও রয়েছে আমার সন্দর্ভপত্রে।

Discussion

(১)

করোনার ব্যথিত পৃথিবীতে একলাবোধের আগ্রাসন কাটিয়ে 'কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ২২'-এ 'সিগনেট প্রেস' থেকে প্রকাশ পেয়েছে কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের 'ডুবে ডুবে জল'। ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে, বিপন্ন সময়ের আলোড়নের দিনে 'প্রেমের গান' শোনায় এই কাব্যগ্রন্থ। কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের এই কাব্যগ্রন্থটি সময়ের সাময়িক তোলপাড়কে আপাত দূরে রেখে প্রেমের কবিতায় শাশ্বতের ইশারা দিতে চায়। কিন্তু কবিতাগুলিকে মাইক্রোস্কোপের তলায় রাখলে দেখা যায়, তথাকথিত প্রেমের কবিতার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সমাজচেতনা, ইতিহাসচেতনা, যৌনতা বা প্রেমকে অতিক্রম করে প্রেমহীনতার কথা বা নৈর্ব্যক্তিকভাবে যুগলের নিভৃত রোমান্টিক ভাবনার বিভাস।

কাব্যগ্রন্থটির লিরিকধর্মী চল্লিশটি কবিতা আকারে সংক্ষিপ্ত; কারণ ক্ষুদ্র পরিসরে চিরন্তন প্রেমের গভীরতায় অবগাহন করতে চান কবি। প্রশ্ন উঠতে পারে, করোনার মুহূর্তে প্রেমের কবিতা কেন? তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে বইটির ভূমিকা-স্বরূপ কবিতাটিতে।

"আঙুলে আঙুলে কাঁপল শিখা
লকলকে হাওয়ায় উড়ল ছাই;
কপালে ভস্মের জয়টীকা
নতুন কবিতা লিখব, তাই।"

এই 'শিখা' শব্দটির তাৎপর্য খুঁজতে হলে মনে পড়ে যাবে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা—

> "সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও বেঁচে থাকবে প্রেম। একজন নারী হারিয়ে গেছে, একজন পুরুষ মিলিয়ে গেছে বিস্মৃতিতে; তবু জ্বলতে থাকে তাদের প্রেমের শিখা। কবিরা এইরকম ভাবতে ভালোবাসে।"[১]

এই ভাবনা যে কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়কেও অনুপ্রাণিত করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তিনি যেন এই প্রেমের কাব্যগ্রন্থ লেখার কৈফিয়ত নিজেই তুলে ধরলেন পাঠকের কাছে—

"ধ্বংস থেকে জাগে যে আগুন
সে আগুনে দিগ্বিদিক আলো,
স্রোতে ভেসে ঝিলিমিলি খুন
দোতারায় আঙুল ছোঁয়াল।"

এই 'ধ্বংস' কেবল মহামারীর প্রবল দাপটে নয়, অর্থহীন যাপনে দ্রুত খরচ হতে থাকা আবেগের ধ্বংস কিংবা বারবার বিয়োগ ব্যথা বা বঞ্চনা পেতে পেতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়া বিশ্বাসী সরল মনের অপমৃত্যু। চারপাশের ভিড়ের উত্তাপের মাঝে দাঁড়িয়েও ক্রমাগত 'অপূর্ব একা' হয়ে যেতে থাকা মানুষ যখন এক নিঃসঙ্গ শৈত্য অনুভব করতে থাকে, তখন ঐ রক্তাক্ত আত্মার নিভৃত ক্রন্দন থেকে উৎসারিত হয় সৃজনের আলো, কবির কলমে কান্নার নদী তখন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিষ্ঠা পায়। লেখা হয় 'সত্যিকারের প্রেমের কবিতা'।

এই বইয়ের কবিতাগুলিতে নেই আবেগের অতিরেক, নেই কৃত্রিম আরোপিত সংলাপ, নেই চোখে জল আনা নাটকীয় কাহিনি; আছে শব্দের সঙ্গে ছন্দের গাঁটছড়া বাঁধা, আছে রোমান্টিক কল্পলোকে হারিয়ে যাওয়া, আছে হারানোর পাঁজর-খোয়ানো যন্ত্রণা, আছে আত্মমগ্ন স্বগত নিভৃত উচ্চারণের পাশাপাশি প্রেমের জোয়ারে ভেসে যাওয়ার উদ্বেলিত সঙ্গীত।

(২)

বইটির নাম 'ডুবে ডুবে জল'। আপাতভাবে সমালোচরা চশমার ফাঁক দিয়ে এই নামটির দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়েই বলতে পারেন, এ হল বাগধারাকে ব্যবহার করে চটকধারী নামকরণের মধ্যে দিয়ে পাঠকদের কাছে 'আয় বাবা দেখে যা'র আকর্ষণীয় হাতছানি অর্থাৎ বইবিক্রির বাজারি প্রচেষ্টা। কিন্তু বইটির এই প্রকার নামকরণের তাৎপর্য যথার্থভাবে বিশ্লেষিত হয় এই কাব্যগ্রন্থের 'গভীরে যাওয়া বারণ' শীর্ষক প্রথম কবিতায়। সংসদ বাগ্-ধারা অভিধান অনুসারে, 'ডুবে ডুবে জল খাওয়া'র অর্থ— '(ব্যঙ্গে) লোকচক্ষুর আড়ালে (অন্যায়) কাজ করা'[২]। কিন্তু পাশাপাশি 'ডুব দেওয়া' কথাটির অর্থ— 'গভীরতায়

নিমগ্ন হওয়া'[৩]। কবির কথায়, ততক্ষণ প্রেমের সম্পর্ক পবিত্র থাকে, যতক্ষণ তা গোপন; প্রেম তো বিজ্ঞাপিত প্রচারের নয়, কিছুটা আলো-ছায়ার নিভৃতি, কিছুটা প্রকাশ-অপ্রকাশের রহস্য প্রেমে কাঙ্ক্ষিত; পাশাপাশি প্রেমের গহনে ডুব দিলে ঐ অভিজ্ঞতা মন্থন করে যে অনুভূতির উৎসারণ ঘটে, প্রেমের কবিতা ঐ অনুভব-অনুভূতিতে ছুঁতে চায়— "প্রেমের কবিতা হল ডুবে ডুবে জল / স্রোতে ভেসে খুলে যাওয়া পায়ের শিকল।" কিন্তু বাস্তব প্রেম আর কবিতার প্রেমের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য তো থেকেই যায়, কবি সেই বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। ব্যক্তিজীবনের প্রেমানুভূতি ছাড়া যে প্রেমের কবিতা লেখা অসম্ভব, তা তিনি সুস্পষ্টভাবে বলতে দ্বিধান্বিত হন না। তবে বাস্তবের 'যেকোনো নারী'র প্রতি প্রেম যখন কবিতায় রূপ পায়, তখন সে কবির কল্পনার জাল বিস্তারে মসৎকণ্যার মতো কাম ও সৌন্দর্যের অপার মোহময়ীরূপ নিয়ে চিত্রিত হয়; তখন কবিও তাঁর কাব্যমানসী বা মানসসুন্দরীর প্রেমের পড়ে যান —

"হেঁইও হেঁইও বলে ছুড়ে দিই জাল
মাছের কন্যাই ওঠে—এমন কপাল
কন্যার ইলিশে ঝড়, তানপুরায় ঘাম
ডুবে ডুবে জল খেয়ে ডাঙায় উঠলাম।" ('গভীরে যাওয়া বারণ')

এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা যৌন ইঙ্গিত তিনি যেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রভাবে লাভ করেছেন বলে মনে হয়; তাই কবিতায় তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি— 'কোথায় ডোবালে জিভ লবণের স্বাদ / সুনীল সাগরে লেখা এসব সংবাদ' (তদেব)। তবে শিবাশিস মুখোপাধ্যায় প্রেমের কবিতা লেখার উৎসাহ যে সুনীলের থেকেই পেয়েছেন, তা তিনি নিজেই স্মৃতিচারণ করেছেন 'সুনীলদা আর শঙ্খবাবু' বইতে,

> "... দু একটা কবিতাও দুরুদুরু বুকে জমা দিতে পেরেছি 'কৃত্তিবাস' সম্পাদকের হাতে। পরপর দু তিনটি সংখ্যায় এই ধরনের দু তিনটি লেখা ছাপার পরে শুধু একবার সস্নেহে বলেছিলেন, "প্রেমের কবিতা লিখতে ভুলে যেও না যেন।"

"প্রেমের কবিতার প্রতি আজীবন পক্ষপাতই যেন ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিজীবনেরও তারুণ্য। প্রেম, তাঁর নানা ধরনের, নানা রকমের বিচ্ছুরণে রঙীন হয়ে থাকতো তাঁর প্রতিটা কবিতার বইতে। 'আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে'তে যার শুরু, 'অরুন্ধতী, সর্বস্ব আমার / হাঁ করো, আ-আলভিজ চুমু খাও, শব্দ হোক ব্রহ্মাণ্ড পাতালে'তে যার বাঁক বদল, একেবারে শেষ কয়েকমাসের লেখা কবিতাগুলিতেও তাঁর প্রগাঢ় পরিণত রসায়ন। 'সময় সমগ্র' নামে শেষদিকে একটা কবিতাতেও নিজের জন্য সেখানে আর একটুও সময় বরাদ্দ নেই জেনেও, তাঁর আকুতি 'হে সময় তুমি স্বাতীকে যেন সহসা স্পর্শ কোরো না।'

"ভালোবাসার এইরকম সব তীব্র উচ্চারণই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে আমাদের বাংলা কবিতায়।"[৪]

সুনীলের কবিতার এই প্রেমভাবনাই শিবাশিস মুখোপাধ্যায়কে আলোড়িত করেছে, তাগিদ জাগিয়েছে প্রেমের কবিতা লেখার জন্য। তাঁর প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থ 'ইস্কুল অফিস ছাপাখানা' (১৯৯৯) থেকে শুরু করে 'শ্যামাসঙ্গীতের অ্যালবাম' (২০০১), 'রুপোর কলম সোনার মেয়ে' (২০০২), 'কালে মেঘা কালে মেঘা' (২০০৭), 'আদরের মতো পাগল' (২০১৫) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের ভিন্ন অভিমুখী নানান প্রেমের কবিতার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটেছে। তবে তাঁর কবিতার সামগ্রিক প্রেমচেতনায় এক অদ্ভুত গোপনীয়তাকে তিনি লালন করেছেন, যার পরিপূর্ণতা পেয়েছে 'ডুবে ডুবে জল' কাব্যগ্রন্থে। 'ইস্কুল অফিস ছাপাখানা' কাব্যগ্রন্থের 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' কবিতায় তিনি বলেছিলেন, 'বিয়ে হয়নি, চকরি হয়নি, ঝুপসি গলি, / সন্ধেবেলার প্রেম লুকোচ্ছে শহরতলি'[৫]; কিংবা 'শ্যামাসঙ্গীতের অ্যালবাম' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় লিখেছেন, 'আমিও জানি ওসব গোপন, / আয় তোকে আজ বিশ্ব দেখাই'[৬], আর এই প্রবণতাই তিনি 'ডুবে ডুবে জল' কাব্যগ্রন্থে পাঠকদের ছদ্মহীনভাবে নির্দেশ করলেন, 'প্রেমের কবিতা হল ডুবে ডুবে জল'।

(৩)

প্রেমের সঙ্গে যৌনতা ওতপ্রতোভাবে জড়িত। জীবজগতের আদিমতম ও প্রধান একটি প্রবৃত্তি যৌনতা, যা সুস্থ ও সজীব জীবনচর্যার অঙ্গ। সেই আদিমকাল থেকে নর-নারী হাত ধরাধরি করে হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বুকে পথ হেঁটেছে, দু'চোখ মেলে দেখেছে পরস্পরকে, তাদের কৌতূহল জেগেছে দেহে-মনে, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে, তারপর মনের গলিপথ ধরে শরীরের অনাবিস্কৃত প্রান্তরে পৌঁছে অনুভব করেছে অনাবিল আনন্দ। ঐ মধুর আনন্দের গহ্বরেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টির রহস্য। জীবনযাত্রার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকার মূলে রয়েছে এই যৌনতা। এই গ্রন্থে নানা কবিতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যৌনতার ইঙ্গিত। সেই যৌনতা কখনও গোপন ও তথাকথিত অবৈধ সম্পর্কে দাঁড়িয়ে থাকা পরকায়াবৃত্তিকেও প্রকাশ করেছে—

"অন্যের বাগানে ফুল সেই ফুলে বসে
ডুবে ডুবে জল খায়, টের পায় না মালি
খাওয়া হলে মুখ মুছে উড়ে চলে এলে
গাছেরা হওয়ায় কেঁপে দেয় হাততালি।" ('মালঞ্চ')

কিন্তু ঐ পরকিয়া সমাজের চোখে একরকম হলেও কবির চোখে আলাদা— 'কেউ বলে মৌমাছি, কেউ বলে ও চোর / গান বলে গুনগুনিয়ে— ঘরেতে ভ্রমর!' (তদেব)। ফ্রয়েডের মতে 'ফুল' নারীদেহের গোপনাঙ্গের প্রতীক; অন্যদিকে ভ্রমরের মধু পান করার মধ্যে দিয়ে পুরুষের প্রেমসুধাপানের নিবিড় সম্পর্ক তো সহজেই ভাবা যায়। এই ভ্রমর প্রসঙ্গ চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী আধুনিক কবিদের কালমেও প্রতিভাত হয়েছে। বাংলা প্রেমের কাব্য-কবিতার আবহমান ধারাকে কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায় এইভাবে ধারণ করেছেন তাঁর কবিতায়।

শরীরী প্রেমের নীল অনুষঙ্গেকে শিবাশিস মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি; তবে তা সাহিত্যের শৈল্পিক আড়ালকে অতিক্রম করে নয়। যদিও প্রথম জীবনে কবি নিজেই সরাসরি স্বীকার করেছেন, 'আমি লিখেছি সস্তা পর্নো - তাতে লিখেছি প্রচুর বিকিনি'[৭], কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থের কবিতায় শিল্পসম্মত আবরণের মোড়কে উদগ্র কামনার দৃশ্যকে ভালোবাসার নতুন বর্ণমালায় সাজিয়েছেন তিনি—

"তোমার ঠোঁটের মধ্যে যখন ডোবাই আমার ঠোঁট
জড়িয়ে ধরি তোমায় আমার বুকে
তখন আমি তোমার ঢেউয়ে সিন্দবাদের নাবিক
রত্ন খুঁজি অতল সিন্দুকে।
তুমিও যখন দু'হাত মেলে আদরে দাও সারা
আলাদিনের প্রদীপটা দাও হাতে,
দৈত্য আমার, লাফিয়ে উঠে সেলাম ঠোকে তোমায়,
প্রদীপ ভাসে গভীর মৌতাতে।
আমার সামনে তখন কেবল আলিবাবার গুহা
চিচিং ফাঁক বলার অপেক্ষায়;
তবুও যখন ভয় পেয়ে যাও, নিভিয়ে ফেলি শরীর
রেস্তোরাঁতেই সন্ধে কেটে যায়।" ("কলকাতার আরব্যরজনী")

(৪)

কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতাগুলির একটি বিশেষ প্রবণতা হল— তিনি কবিতার ভেলায় ভেসে অনায়াসে চলে যান 'আরব্যরজনী'র রূপকথার দেশে, কখনও টেনে আনেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের কোনো অতিপরিচিত শব্দবন্ধ, কখনও হারিয়ে যান সংস্কৃত 'গীতগোবিন্দ' বা 'কুমারসম্ভব' কাব্যের গহনে, আবার তুলে আনেন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার অনুষঙ্গ। উল্লেখিত 'কলকাতার আরব্যরজনী' কবিতায় 'সিন্দবাদের নাবিক' বা 'আলাদিনের প্রদীপ'-এর উল্লেখ পাই, 'মালঞ্চ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের গান 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে'র প্রসঙ্গ উঠে আসে। এই কাব্যগ্রন্থের 'গীতবিতান' শীর্ষক কবিতায় পাই— 'দু'কলি গান গেয়েই জাগে বিস্ময়

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-33
Website: www.tirj.org.in, Page No.270-278

অপার, / রবীন্দ্রনাথেও পূজা প্রেম একাকার'। এই শেষ চরণটি পাঠকদের মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের সেই কথা— 'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা'[৮]। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের 'রংমহল' কবিতায় কবি লিখেছেন, 'দু'হাতের তালু দিয়ে লুকিয়ে পা দুটো ছুঁয়ে / সেই ছিন্নভিন্ন লোকটা / কী করে বলে ফেলল, / দেহিপদপল্লবমুদারম।' কবিতার এই শেষ শব্দটিকে বাহন করে ঐতিহ্যের সরণী বেয়ে পাঠক চলে যান জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দম্' কাব্যে। সেখানে দশম সর্গে মুগ্ধ মাধব রাধাকে বলছেন, 'স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্ / দেহি পদ-পল্লবমুদারম্। / জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো / হরতু তদুপাহিত-বিকারম্।'[৯] অর্থাৎ কৃষ্ণ রাধাকে বলছেন, 'হে প্রিয়ে! কামবিষ-বিনাশক আমার শিরোভূষণ তোমার ঐ পরম সুন্দর পদপল্লব এই মস্তকে স্থাপন করো। আমার অন্তর দারুণ মদনানলে জ্বলিতেছে, তোমার চরণ স্পর্শে সে বিকার দূরীভূত হউক।' কবির এই সংস্কৃত কাব্যানুরাগ তাঁর আগের নানা কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন প্রেমের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল। যেমন : 'রুপোর কলম সোনার মেয়ে' কাব্যগ্রন্থের 'লীলাকমল' কবিতায়। তিনি সেখানে শুরুতেই কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন— 'লীলাকমল পত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী'। আসলে সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারে যে প্রেমচেতনা রয়েছে, কবি যেন সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁকে আঁকতে চান শব্দের পর শব্দ বসিয়ে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীন সংস্কৃত আখ্যায়িকাগুলিকে নবীন অনুভবে গ্রহণ করেছেন বলেই কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের এককালে লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত কবিতা 'পণ্ডিতস্যার আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন কিন্তু মন চলে যেত অন্যদিকে।'[১০]

(৫)

কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থের কবিতাগুলি পড়তে পড়তে এই সময়কার জনপ্রিয় কবি শ্রীজাতের লেখা নগরমুখী অজস্র প্রেমের কবিতা মনে পড়ে যায়। যেমন, শ্রীজাত 'আপাতত' কবিতায় লিখছেন, 'আপাতত আমি এই বারোতলা ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে / টুথব্রাশ হাতে নিয়ে নীচে দেখছি রাস্তা, লোকজন', 'অপেক্ষা' কবিতায় পাই— 'জানবেওনা আমি ততক্ষণে / অন্ধকার চন্দনের বনে / ঘুরে মরছি, কলকাতার লোক', 'জুন মাসের কবিতা' শীর্ষক কবিতায় 'ভেজা বাস, ভেজা পার্কস্ট্রিট/মেঘে-মেঘে আমি তোমাকে আবার আঁকছি', 'গল্প' কবিতায় দেখি— 'আয় ফ্লাইওভারে-ফুটপাতে আর ভেজাস যত পারিস— / ছিল কলকাতা তোর বন্ধু, তাকে প্রেমিক বানা, বারিশ'। শ্রীজাতর এই সমস্ত কবিতায় বস্তুত শহরজীবনের প্রেমের দিকটিই চিত্রিত। অনুরূপে 'ডুবে ডুবে জল' গ্রন্থের কবিতাগুলির প্রেমভাবনা বস্তুত নগরজীবনমুখী; এখানে মেঠো পথে হাতে হাত ধরে হাঁটা রাখল-রাখালীর উপাখ্যান নেই, নীল আকাশে নিচে বা অনন্ত বিস্তৃত ক্ষেতে কিষাণ-কিষাণীর একে অপরের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকা নেই, নেই খুব ভোরে উঠে সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে ছুটে এসে পুকুর-ধারে দেখা করা তরুণ যুগলের দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্কের ক্ষতিয়ান; এই গ্রন্থে আছে সেলফোনের হোয়াটস্যাপে গুড মিরুনং পাঠানো, কেবিনে কফি কাপে চুমুক, হাঁসফাঁস করা টাইট রুটিনের ফাঁকে সন্ধেবেলায় রেস্তোরাঁতে দেখা করা কিংবা ট্যাক্সিতে বা নাটকের গ্রিনরুমে নির্জনে একান্ত নিবিড় আলাপন। কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের কবিজীবনের অসংখ্য প্রেমের কবিতা (ব্যতিক্রম 'আদরের মতো পাগল' কাব্যগ্রন্থ) বরাবরই শহরজীবনের ক্যানভাসে ফুটে ওঠে। যেমন, 'গড়িয়াহাটে যখন শপিং করো, / হাতের মুণ্ডু রাখো আমার ঝোলায়; / পিছনখানি দুলিয়ে তোমার হাঁটা / দোলায় দোলায় আমার হৃদয় দোলায়!' ('শ্যামাসঙ্গীতের অ্যালবাম') কিংবা 'ফাংশান শেষে ফেরার ট্যাক্সি ধ'রে / সম্পর্কটি শুরু হ'ল দেরি করে' (তদেব) ইত্যাদি। 'ডুবে ডুবে জল' কাব্যগ্রন্থেও নাগরিকজীবনের প্রেমানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে সমস্ত কবিতায়। যেমন, 'কেবিনে' কবিতায় পাই, 'কেবিনে বসে চুমুক দিই ঠোঁটে, / দু'হাতে কাপ তুফানে ভরে ওঠে'। চা-কফির কাপে চুমুক দিলেও ঐ তুফান কার্যত দু'টি হৃদয়ের অন্তঃপুরেই চলতে থাকে। 'কফি শপের কাব্য' কবিতায় দেখি, "কফির ফেনায় একটা চকোলেটে লাভ সাইন সার্ভ করে এখানে, / স্ট্র ডুবিয়ে ভেদ করো সে রহস্য, সেই পানপাতা; / যে জানে না তার কথা বাদ দাও, যে জানে সে জানে / কতটা গাঢ় চুমুকে সারা দেয় সান্ধ্য কলকাতা"।

(৬)

রবীন্দ্রনাথের গানে যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল 'তোমায় নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণে' কিংবা 'তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর'; সেই একই উচ্চারণ আধুনিক কবির কলমে 'গ্রিনরুমে' কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে এক অসাধারণ শৈলীতে— 'দু'জনে মেক আপ তুলে ভালবেসে হয়েছি নতুন!' নাটকের প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফিরে ফিরে আসে। যেমন, বহু আগে রচিত তাঁর 'দুশো বছর পরে' কবিতাতেও তিনি লিখেছিলেন,

> "সবকিছু থমকে আছে, এখন গ্রিনরুম বন্ধ, থমকে আছে অটোগ্রাফ-ডায়েরি-ডটপেন/তালুতে নারকেল তেল,
> মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, বিনোদিনী দাসী তাঁর মেক আপ তুলছেন!"

জীবনের সঙ্গে নাট্যমঞ্চের তুলনা শেক্সপিয়র থেকে ওসো, সকলেই করেছেন। কিন্তু নাট্যমঞ্চের গ্রিনরুমে ঘটে চলা অনেক ইতিহাসই বাইরের দর্শকদের কাছে অদেখা, অজানা; সম্পর্কের পরিণতি বা বিচ্ছেদটুকুই বাইরে থেকে দেখা যায়, কিন্তু পর্দার পিছনে চলতে থাকা নানা অদেখা ঘটনার মতো মনের গহনে চলতে থাকা আঘাত-অভিঘাত, স্বপ্নের বিপন্নতা, সংশয়, কল্পনা-বিলাস সবই অকথিত ব্যক্তিগত ইতিহাস রচনা করে। আবার, অন্যদিকে কবি 'সুখচর' নাট্যদলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত, ফলে নাটকের অনুষঙ্গ তাঁর কবিতা মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে যাওয়া স্বভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু কবি যখন বলেন, 'দু'জনে মেক আপ তুলে ভালবেসে হয়েছি নতুন!' তখন তা ব্যঞ্জনাগর্ভী শুদ্ধতম কবিতা হয়ে ওঠে। নষ্ট সময়ের অসুখ দু'টি সবচেয়ে কাছের মানুষের মধ্যেই চড়া মেক আপের আবরণ তৈরি করে, মানুষ তার ঘনিষ্ঠতম মানুষটির কাছেও একান্তে নিজের ভিতরের 'হেরে যাওয়া', দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ, সত্যিকারের 'আমি'টাকে প্রকাশ করতে ভয় পায়। মিথ্যাগুণাবলীর মেপ-আপের পুরু আস্তরণে নিজের ঢাক নিজে পেটানোর আওয়াজে তাদের 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'। পাঁচের দশকে শঙ্খ ঘোষ যেখানে সমাজসত্তার বাইরের উত্তাপ আর ব্যক্তিসত্তার ভিতরের জ্বরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, নয়ের দশকে সেখান থেকেই তাঁর স্নেহধন্য শিবাশিস মুখোপাধ্যায় সমাধানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। বিধ্বস্ত যাপনের তুমুল ভাঙা-গড়ার পরেও যখন দু'টি প্রাণ মেক-আপ তুলে আবার কাছাকাছি আসে, তখন জীবনের নাটকীয় উত্থান-পতন শেষে নতুন করে ভালোবাসার হাততালি ধ্বনিত হয়। লেখা হয় দু'টি প্রাণের ভালোবাসার কবিতা।

(৭)

মহাদেব সাহা তাঁর 'তুমি' কবিতায় লিখেছিলেন, 'আমাকে তুমি করেছো যত ঘৃণা / আমাকে যত করেছো অপমান / ততোই প্রাণে মুখর তোমার বীণা / যোগ্য ততোই হয়েছে আমার গান'। অনুরূপ ভাষ্য কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের 'রূপকথা' শীর্ষক কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে— 'হৃদয় বিদ্ধ করে মেরেছ যে তির / সেই মৃত্যু জন্ম দিল রূপকথাটির'। বিরহ কিংবা বঞ্চনার শিকার হওয়া মানুষের ভাঙে-পড়ার সদ্যমুহূর্তে একরাশ বোবা-কান্না চেপে ধরে, উদ্বেলিত অভিমানী মন আবেগে ভেসে যায়, একাকীত্বের বেদনাঘন পরিবেশে মন বিবর্ণ হয়, পারিপার্শ্বিক সমবেদনার ছদ্ম-আশ্রয় অসহনীয় লাগে, নৈরাশ্য-ক্লিষ্ট হতাশা চুরমার করে দেয় জীবনের সমস্ত লালিত বিশ্বাস; কিন্তু সময় সেই ক্ষতে মলমের প্রলেপ দিতে থাকলে একসময় সে স্থিতধী হয়। তখন আবেগ যুক্তির শাসনে শিকল পরে, তখনই কবিমন হিমেল রাতের শূন্যতা ও বুক-ভরা ব্যথার খনি থেকে খুঁড়ে আনে শব্দ। বিন্দু বিন্দু কান্নার ঐশ্বর্যময় প্রকাশ ঘটে বিরহের কবিতায়। প্রেম এবং বিরহ এইভাবেই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো এক ও অভিন্ন সত্তা নিয়ে ধরা দেয় 'ডুবে ডুবে জল' কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায়।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধহীন ভণ্ড সভ্যতা থেকে চিন্তনে, দর্শনে পালিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিলেন ভালোবাসার জগতে। প্রেমকে, নারীকে, প্রকৃতিকে, মানুষকে বিশ্বভরা প্রেমিক দৃষ্টিতে ভালোবাসতে চেয়েছেন তিনি— 'ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো... / আমি কি ভীষণভাবে তাকে চাই ভালোবাসা জানে' ('চতুর্দশপদী কবিতাবলী'- ৬৩) অথবা পথর-জলের দ্বন্দ্বে তিনি পাথর ঝরাতে চান ভালোবাসা দিয়ে, জিতিয়ে দিতে চেয়েছিলেন নদী-সমুদ্রের জলপ্রবাহকে — 'একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো— / দেখবে নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে' ('একবার তুমি' / পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি)। মানুষ সততই প্রেমের কাঙাল। ভালোবাসা মশালের মতো

একা-হয়ে-যাওয়া হিমেলরাতে অগ্নিবলয়ের উষ্ণ-প্রত্যয়ের নিরাপদ ঘোরাটোপে হৃদয় ভরে দেয়। প্রতিদিন ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঢলে যাওয়া ক্ষয়িষ্ণু সময়ে ভালোবাসা ঐশ্বরিক অনুভূতির মতোই যেন 'আয়ু' দান করে। কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায় 'আয়ু' শীর্ষক কবিতায় লিখছেন,

"চোখের কাজল দেখে চোখ ভরে যায়,
গলার আওয়াজ শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওঠে দিন;
জ্ঞানাঞ্জনশলাকার ছোঁয়া লেগে
চোখ খোলে,
থামে আয়ুক্ষয়।
ভালোবাসা থেকেও কি ঈশ্বরের অনুভব হয়?"

যখন মানুষ দূষিত সময়ের ধাক্কা খেতে খেতে ভিতরে ও বাইরে রক্তাক্ত হয়ে মৃত্যুর খাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তখন ভালোবাসা তার কোমল স্পর্শে মৃত্যুর মুখে ধাবিত মানুষটির হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে, তাই কবি 'চন্দ্রকলা' কবিতায় বলেন, "অতল খাদের ঢালে গড়িয়ে পড়েছি / তুমি ভালোবেসে ধরে নিলে হাত। / বেঁচে গেছি। খুব জোর বরাত। ... যে পথিক ভেঙেচুরে একাদশী, / ভালবেসে তাকে তুমি করে দাও পূর্ণিমার গোল।"

(৮)

'ডুবে ডুবে জল' কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতার একই শিরোনামে কবি আগেও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে একাধিক কবিতা লিখেছেন; যেমন— 'রূপকথা', 'গীতবিতান' ইত্যাদি। 'শ্যামাসঙ্গীতের অ্যালবাম' কাব্যগ্রন্থের 'রূপকথা' কবিতায় যৌবনের প্রেমভাবনার যে উথাল-পাথাল গতি ছিল, পাগলের মতো উন্মত্ত ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা ছিল, রূপকথার কল্পলোকে তথাকথিত অযৌক্তিক বিলাস ছিল, তা একুশ বছর পর 'ডুবে ডুবে জল' কাব্যগ্রন্থের পরিণত বয়সে অনেকটাই বোধ ও অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত উপলব্ধির শাসনে স্থিরতা পেয়েছে, স্বপ্ন ও স্মৃতি দিয়ে তিলে তিলে গড়ে ওঠা প্রেম প্রাক্তন হলে একাকী যাপনের বেদনা এবং অতীত সুখস্মৃতির আনন্দ ঘনীভূত হয়ে 'প্রেমের কুয়াশা' তৈরি করে। 'দুঃখ আর আনন্দের বিন্দু বিন্দু ভাষা / তাতেই জমাট হল প্রেমের কুয়াশা'। এই কুয়াশাময় অস্পষ্টতাটুকুই তো কবিতায় ও প্রেমে— উভয় ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু এই কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় গভীর আত্মোপলব্ধি প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যঞ্জনায় ভাঁটা পড়েছে। কবির 'আদরের মতো পাগল' কাব্যগ্রন্থের 'গীতবিতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে যে প্রেমের সূচনা ও বিকাশ হয়েছিল, 'ডুবে ডুবে জল'-এর 'গীতবিতান' কবিতায় তা প্রাজ্ঞ ও নগরমুখী হয়েছে। আগের 'গীতবিতান' কবিতায় একটি গল্প ছিল, গানের স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন প্রথম দেখা, একসঙ্গে পূজা পর্যায়ের গান করা, রবীন্দ্রনাথের গানে যেভাবে পূজা ও প্রেম মিলে যায়, সেইভাবেই একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং শেষে মিলন মুহূর্তের স্বর্গীয় অনুভূতি —

"প্রণাম রেখেছি পায়ে / আবিরে ও ফুলে,
আপনার জন্মদিনে / গানের ইস্কুলে।
মনে মনে এগিয়েছি / গুটি গুটি পায়ে,
একদিন পৌঁছে গেছি / পূজা পর্যায়ে
পাতা উল্টে তারপর / পূজা থেকে প্রেমে,
জীবনে প্রথমবার / পড়েছি প্রবলেমে।
সমাধান জানা নেই / তাতে কী-ই বা ক্ষতি?
চুমুর শব্দই মন্ত্র / আদরই আরতি।"

প্রেমের এই বিবর্তন 'ডুবে ডুবে জল' কাব্যের 'গীতবিতান' কবিতায় অনুপস্থিত, এই কবিতার প্রেমভাবনা অনেক বেশি স্থির, নিস্তরঙ্গ, একমুখী এবং স্যোসাল মিডিয়ায় আবদ্ধ; বোধ হয় ফেসবুক-হোয়াটস্যাপের যুগে ভালোবাসা এভাবেই স্থবিরতা

পায়—

"মনিং মেসেজে এল ঠাকুরের ছবি,
ঈশ্বর মানি না তবু আমিও পাঠাই।
তার বদলে প্রণামের ইমোজি পাঠালে
প্রেমিকার কাণ্ড দেখে হেসে গান গাই..."

এই বইটির প্রথম কবিতা 'গভীরে যাওয়া বারণ'। শেষ কবিতা 'সকাল থেকে দুপুর'। এই বইয়ের কবিতাগুলির মধ্যে যেন এক প্রচ্ছন্ন ধারাবাহিক বিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেখানে 'গভীরে যাওয়া বারণ' জেনেও প্রেমিক হৃদয় প্রেমের জোয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ডুবে ডুবে জল খেতে খেতে সে কখনও 'মোহনা'য় পৌঁছয়, 'শঙ্খ' খোঁজে, পুনরায় থৈ থৈ অতল জলরাশির 'প্লাবনে' প্রেমিক হৃদয়ের ভরাডুবি হলে, সে 'নাবিক'-এর সন্ধান করে, শেষে সাগর ভ্রমণের সমস্ত অভিজ্ঞতা-অনুভূতির সঞ্চয় 'সাগরযাত্রীর ডায়রী'তে লিখে রাখে এবং 'নিয়তি'র ইচ্ছায় 'সকাল থেকে দুপুর' প্রেমের কবিতা রচনা করে। তাই বইটির প্রচ্ছদেও শিল্পী তারকনাথ মুখোপাধ্যায় নীল জলরাশির অসীমতাকে ছুঁতে চেয়েছেন। সমুদ্রের মতো সুগভীর প্রেমভাবনায় গা ভাসিয়ে কবি তরুণ্যের প্রতীক স্বরূপ সবুজ দ্বীপে ভেসে উঠতে চান, ক্ষণিক আশ্রয় চান— প্রচ্ছদ এইভাবনাকেই যেন শিল্পরূপ দিয়েছে।

(৯)

অশোককুমার মিশ্র কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তাঁর কবিতায় আছে শব্দসজ্জার চমক'[১১]। একথা এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু মস্তিষ্ক নির্গত শব্দের কারিকুরি ও ছন্দনৈপুণ্যে কবিতাগুলি গীতিমধুরিমায় প্রাঞ্জল হলেও হাতে গোনা দু'তিনটি কবিতা ছাড়া সুগভীর ব্যঞ্জনা এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে অনুপস্থিত। যেমন, 'লোভী' কবিতায় দেখি— 'তোমার আদরে মাখা ঝিঙেপোস্ত জিভে জল আনে, / তুমি স্রোতে ভেসে যাও, আমি উড়ে যাই আশমানে।' এখানে যৌন-অনুষঙ্গের পরোক্ষ আভাস থাকলেও, শব্দসজ্জার শ্রুতিমধুর লালিত্য থাকলেও ব্যঞ্জনার নিগূঢ়তা উধাও। ব্যঞ্জনা পাঠকদের ভাববার ছাড়পত্র দেয়। প্রকরণকে গোপন করা শিল্পের স্বভাব। তাই শুদ্ধতম আধুনিক কবিতায় আড়ালটুকু দরকার। ঘিরে থাকা প্রচ্ছন্নতা ও অস্পষ্ট ইঙ্গিতময়তার জটিল আস্তরণ ভেদ করে সচেতন পাঠক আবিষ্কার করে ব্যঞ্জনাকে। কিন্তু এই কবিতাগুলি লক্ষণার স্তরে পৌঁছালেও সুগভীর ব্যঞ্জনা এখানে অনেকটাই অনুপস্থিত। এর কারণ সম্ভবত আপামর পাঠকের চাহিদা। ইন্টারনেট কর্পোরেটের যুগে মানুষ ভাবতে ভুলে গেছে। ফলে কবিতার বাহ্যিক আবরণের চাকচিক্যই অধিকাংশ পাঠকের কাছে ধরা দেয়। কবি সেই কারণেই হয়তো গ্রন্থের প্রথম কবিতায় লিখছেন— 'সাগর গভীর হলে দেখবে না কেউ / ফেনার চাদরে সাদা বিছানার ঢেউ'। সাধারণ পাঠক ঐ বাইরে ঢেউটুকুই দেখে, ডুবুরির মতো অতল অপার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে গভীরতায় পৌঁছাতে চায় না। পাশাপাশি কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, এই কবিতার প্রেম যতখানি ব্যক্তিগত, ঐ ব্যক্তিপ্রেমের সর্বজনীনতা নেই। এই প্রেমভাবনা বিশেষ কোনো অনুভূতি থেকে জেগে ওঠা ভাষ্য, এসব যেন খণ্ডদর্শন, আংশিক সত্য; এগুলি শাশ্বত প্রেমভাবনাকে ছুঁতে পারেনি। কবিতাগুলি আবেদন সর্বজনীন না হওয়ার অন্যতম কারণ শহুরে জীবনবোধ থেকে উঠে আসা প্রেমেই কবিতাগুলি সীমাবদ্ধ; এখানে গ্রামীণ জীবনের মাটি ছুঁয়ে থাকা আবেগের কোনো স্থান নেই।

(১০)

কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের ছন্দের হাত এতটাই সুদক্ষ, সমগ্র কাব্যগ্রন্থে কোথাও কোনো ছন্দপতন নেই; বরং ছন্দ নিয়ে আছে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কখনও মাত্রবৃত্ত ছন্দে ৬ + ৬ + ৬ + ২ মাত্রায় লিখছেন, 'দু'লাইন ছিল / হাওয়ায় হাওয়ায় / দু'লাইন ছিল / জলে // মাটিতে দু'জনে / এক হয়ে গেল / কোন সে মন্ত্র / - বলে—//' ('শঙ্খ'); পাশাপাশি অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নিয়েও রীতিমতো খেলা করেছেন নানা কবিতায়। এমনকি, ১০ + ৮ মাত্রায় মহাপয়ার ছন্দোরীতিতেও তিনি

লিখেছেন, 'রঙিন জীবন থেকে / ভেসে পড়ি সাদামাটা স্রোতে // বিকেলে ট্যাক্সির মধ্যে / বয়ে যায় সেই শান্ত নদী;//' (মোহনা); আবার, স্বরবৃত্ত ছন্দের সাবলীল রীতিতে ৪ + ৪ + ৪ + ২ মাত্রায় লিখছেন, 'ঋতু যখন / রঙ্গে ভরা / আমরা তখন / শীতে // উথালপাথাল / ঘূর্ণিঝড়ে / উড়েছি ট্যাক্ / -সিতে //'। কিন্তু এই কবিতায় ('ঋতুরঙ্গ') স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক চলনে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। যেমন, 'রেস্টুরেন্টে / আলো আঁধার / চালিয়ে দিলে / এসি //' কিংবা 'বৃষ্টি এলেই / শাড়ি একটু / গুটিয়ে নিয়ে / তার'— এখানে 'চালিয়ে দিলে' বা 'গুটিয়ে নিয়ে' পর্বগুলিতে ৫ মাত্রা থাকলেও উচ্চারণকালে একে হ্রস্ব করে ৪ মাত্রার মতো করেই পড়তে হয়, একে স্বরবৃত্ত ছন্দের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণরীতি বলে। কবি এই ব্যতিক্রমী শৈলীকেও সযত্নে ছন্দের বাঁধনে বেঁধেছেন এই গ্রন্থের কবিতায়।

পুরাতনকে চমকপ্রদ অভিনবত্বে বাজিয়ে তুলতে পারেন কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের, সমকালের মিডিয়া নির্ভর জীবনকে তুলে আনতে পারেন কবিতায়, চিরন্তনের বার্তা না থাকলে সমসাময়িক সময়ের সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন কবিতায়, রূঢ় বাস্তবকে অতিক্রম করে আঁকড়ে ধরতে পারেন চিরজীবী প্রেমকে, যুগলমূর্তির স্পন্দনের তোলপাড়কে ধরতে পারেন ছন্দবন্ধনে, শরীরী প্রেমের অন্তরঙ্গতাকে কখনও অস্পষ্ট কখনও স্পষ্টভাবে তুলে আনার স্পর্ধা দেখান কবিতায়, আবার কখনও বাসনার আগুন নিভে যায় গভীর আলোকবৃত্তের প্রার্থনাময় উচ্চারণে, কখনও স্মৃতিময় অতীতে অবগাহন করে কারুণ্য ও নির্লিপ্তির টানাপোড়েন প্রকাশ করেন কবিতায়, কখনও ক্ষণস্থায়ী বর্তমানের অনুভূতিটুকুকেই সত্য বলে খুঁজে পান জয়ের উল্লাস— এই ভাবেই 'ডুবে ডুবে জল' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কেবল সপ্রতিভায় নয়, তালঠোকা ছন্দের কালোয়াতি ওস্তাদি দিয়ে নয়, হৃদয়ের আন্তরিক স্পর্শ দিয়ে আলোকিত ভালোবাসার প্রত্যাশী হয়ে পাঠকের মনে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হতে থাকে—

> "কষ্ট পেলে লুকোই না তোমাকে এখন।
> বলে দিই সব।
> আমার পাঁজর ভাঙা একান্ত গোপন অনুভব।
> তুমি শুধু হাতে হাত ছুঁয়ে দিয়ে
> শান্ত করে দাও।
> সব তোলপাড়, সব জ্বালাপোড়া ফুঁ দিয়ে নেভাও।"

তথ্যসূত্র :

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'মুখবন্ধ', দুই বাংলার প্রেমের কবিতা, রহমান, শামসুর ও গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (সম্পা.), সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২২ শ্রাবণ ১৪১০, পৃ. ৬
২. ভট্টাচার্য, সুভাষ (সম্পা.), সংসদ বাগ্-ধারা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ: ডিসেম্বর, ২০১৭, পৃ. ১৪৫
৩. তদেব, পৃ. ১৪৫
৪. মুখোপাধ্যায়, শিবাশিস, সুনীলদা আর শঙ্খ বাবু, সংবিদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০২২, পৃ. ২২
৫. মুখোপাধ্যায়, শিবাশিস, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৫
৬. তদেব, পৃ. ৫৩
৭. তদেব, পৃ. ১৩
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "বৈষ্ণব কবিতা", 'সোনার তরী', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৭৩, পৃ. ৩৬৭
৯. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা.), কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪২৭, পৃ. ২৪৩
১০. মুখোপাধ্যায়, শিবাশিস, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৬৩
১১. মিশ্র, অশোককুমার, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৪৪৩